

ক. ভূমিকা (যিহোশূয় ১:১-৩):

মোশি ও যিহোশূয়:

- ❖ যিহোশূয়ের প্রথম অধ্যায়ে মোশির নাম এগারোবার উল্লেখ করা হয়েছে, এবং পুরো বই জুড়েই তাঁর নাম বারবার এসেছে।
- ❖ এই দুই নেতার মধ্যে বহু মিল রয়েছে:
 - (১) ঈশ্বর তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩:২-৪; যিহোশূয় ৫:১৩-১৪)
 - (২) তাঁদের জুতোর বেল্ট খুলে ফেলতে বলা হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ৩:৫; যিহোশূয় ৫:১৫)
 - (৩) ঈশ্বর তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁদের সঙ্গে থাকবেন (যাত্রাপুস্তক ৩:১২; যিহোশূয় ১:৫)
 - (৪) তারা নিস্তারপর্ব উদযাপন করেছিল (যাত্রাপুস্তক ১২:২১-২৩; যিহোশূয় ৫:১০)
 - (৫) তাঁরা শূকনো জমির উপর দিয়ে জল পার হয়েছিলেন (যাত্রাপুস্তক ১৪:২১-২২; যিহোশূয় ৩:১৪-১৭)
 - (৬) এক জনের সঙ্গে মান্না শুরু হয়েছিল, অন্য জনের সঙ্গে তা বন্ধ হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১৬:৪-৫, ৩১; যিহোশূয় ৫:১১-১২)
- ❖ (৭) তাঁরা গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন দেশটি পর্যবেক্ষণ করতে (গণনা ১৩:১-৩; যিহোশূয় ২:১)
- ❖ যদিও যিহোশূয়ের প্রথম অধ্যায় ইস্রায়েলের দুই মহান নেতার মধ্যকার পরিবর্তনকে চিত্রিত করে, তবুও তাঁদের কেউই এই বইয়ের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন ঈশ্বর স্বয়ং, যাঁর বাক্য দিয়ে বইটি শুরু হয়, এবং যাঁর নেতৃত্বই মূল বিষয়। ইস্রায়েলের প্রকৃত নেতা কে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বইয়ের গঠন:

যিহোশূয়ের বইটি দেখায় যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে এনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—অর্থাৎ, কানান দেশ প্রদান করবেন—তা কীভাবে পূর্ণ হয়েছে। ভূমিকা (অধ্যায় ১) এবং পুরো বইটি চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত:

- (১) **কানানে প্রবেশ (PASS)** → যিহোশূয় ১:১-৯ → যিহোশূয় ১:১-৫:১২
- (২) **কানান অধিকার (POSSESS)** → যিহোশূয় ১:১০-১১ → যিহোশূয় ৫:১৩-১২:২৪
- (৩) **ভূমি বিভাজন (DIVIDE)** → যিহোশূয় ১:১২-১৫ → যিহোশূয় ১৩:১-২১:৪৫
- (৪) **আইন মান্য করে সেবা (SERVE)** → যিহোশূয় ১:১৬-১৮ → যিহোশূয় ২২:১-২৪:৩৩

খ. যিহোশূয়ের মিশন (যিহোশূয় ১:৪-৯):

❖ প্রতিশ্রুত উত্তরাধিকার:

- যিহোশূয় ১:৩-এ ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্তমান কালে কথা বলেন। তিনি কানানের কথা বলেন যেন তা ইতিমধ্যেই ইস্রায়েলকে দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হলো, ঈশ্বর তাঁদের জয়ের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন।
- এরপর তিনি জয়ের সীমারেখা স্বরণ করিয়ে দেন (যিহোশূয় ১:৪): পূর্বদিকে যর্দন নদী থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, দক্ষিণে মরুভূমি থেকে উত্তরে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত।
- এরপর তিনি যিহোশূয়ের দিকে মুখ করে তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে, যদি তিনি দৃঢ় ও সাহসী থাকেন, তবে কেউই তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে না (যিহোশূয় ১:৫-৬)।
- তবে বিজয় যিহোশূয়ের নিজস্ব প্রচেষ্টার উপর নয়, বরং ঈশ্বরের উপস্থিতির উপর নির্ভর করছিল। তিনি তাঁকে যেমন আশ্বস্ত করেছিলেন, তেমনই আমাদেরও বলেন: “আমি তোমার সঙ্গে থাকব” (যিহোশূয় ১:৫; মথি ২৮:২০)।

❖ শক্তি ও সাহস:

- যুদ্ধের জন্য শক্তি ও সাহস দাবি করার আগে (যিহোশূয় ১:৯), ঈশ্বর প্রথমে তাঁকে আইন মান্য করার জন্য শক্তি ও সাহস চেয়েছিলেন (যিহোশূয় ১:৭)।

- আজও একই কথা সত্য। ঈশ্বর চান আমরা তাঁর আইন মানার জন্য সংগ্রাম করি (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২)। এর জন্য আমাদের পক্ষ থেকে মহান সাহস প্রয়োজন।
- তাঁর পক্ষ থেকে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন: “যেখানেই যাবে, আমি তোমার সঙ্গে থাকব” (যিহোশূয় ১:৯), যা আমাদের সাহায্য করে সেই আধ্যাত্মিক যুদ্ধ লড়তে- “শরীর ও রক্তের বিরুদ্ধে নয়, বরং অধিপতিদের, ক্ষমতাদের বিরুদ্ধে...” (ইফিষীয় ৬:১২)। এজন্যই তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় অস্ত্র দিয়েছেন (ইফিষীয় ৬:১৩-১৭)।
- সফলতার চাবিকাঠি হল ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করা। আর তা করতে হলে আমাদের প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে (ইফিষীয় ৬:১৮)।

❖ মিশনের সফলতা:

- ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সফলতা মানুষের দৃষ্টিতে সফলতার সঙ্গে মেলে না।
- এই পৃথিবীতে সাময়িক সফলতা অর্জন করা যায় ঈশ্বরের ও মানুষের আইন ভেঙে, কিন্তু সত্য ও চিরন্তন সফলতা কখনোই যায় না (যিহোশূয় ১:৮)।
- আমরা সফল হব যদি আমরা ঈশ্বরের আইনে প্রকাশিত নীতি ও মূল্যবোধ অনুসরণ করি। কিন্তু এতে কি কর্মের দ্বারা পরিব্রাণ বোঝানো হচ্ছে?
- একেবারেই নয়। বিশ্বাস ও আইন পরস্পরের বিপরীত নয়, বরং পরিপূরক (রোমীয় ৩:৩১)। যখন আমরা আইনের কথা বলি, আমরা বলি কেমনভাবে আমাদের বাঁচা উচিত, কেমনভাবে আমরা উদ্ধার পাই তা নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রকাশ পায় তাঁর ইচ্ছার প্রতি আমাদের আনুগত্যে।